24-2-50

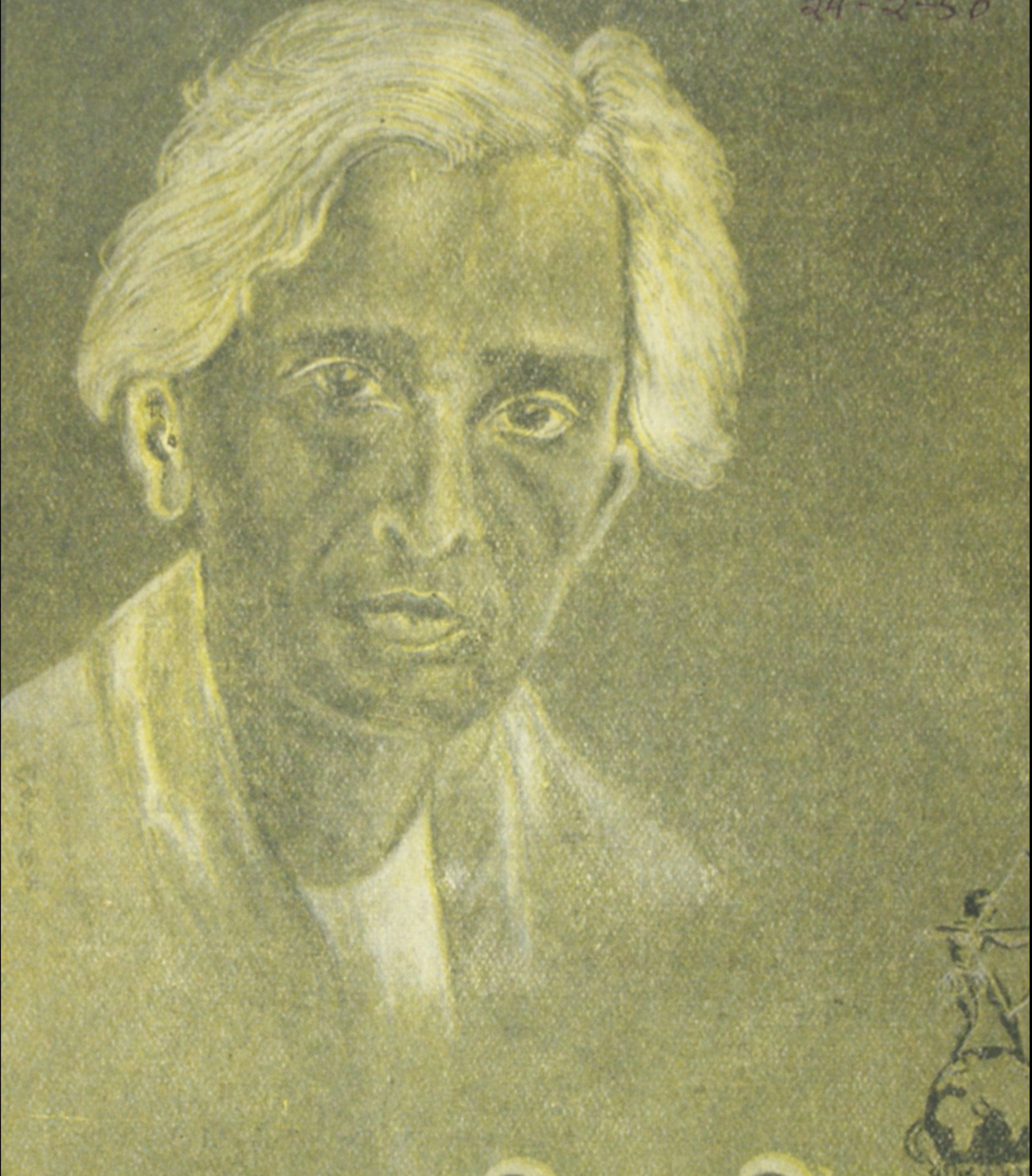

যুগান্তর চিত্র প্রতিষ্ঠানে

নিবেদন

বৈকুণ্ঠের উইল

যুগান্তর চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম নিবেদন

অমর কথাশিল্পী—

শরৎচন্দ্রের

বৈকুণ্ঠের উইল

চরিত্র চিত্রনে

শ্রেষ্ঠাংশেঃ—জহর গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী মলিনা

রেণুকা রায়, নীলিমা দাস, সত্যব্রত, উদ্দালক, বিকাশ রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ফণীভূষণ, সন্তোষ সিংহ, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভা, তারা, সন্ধ্যা, হাসি, আশা, কুমার, নৃপতি, ধীরাজ, প্রীতি।

চিত্র-গঠনে

চিত্র নাট্যও পরিচালনায়— মানু সেন

সহযোগী চিত্র নাট্য— পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নীতিশ রায়

সুর যোজনায়—কালীপদ সেন

চিত্র শিল্পে—বিশু চক্রবর্ত্তী ও বিভূতি চক্রবর্ত্তী

গীত রচনায়—প্রণব রায়

শব্দানুলেখনে—মান্না লাডিয়া

শিল্প নির্দ্দেশ—সুনীল সরকার

রসায়নাগার—বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটরী লিঃ

সম্পাদনায়—কালী রাহা

রূপ-সজ্জায়—অভয়

ব্যবস্থাপনায়—কৈলাশ বাগ্‌চী

সহকারিতায়

পরিচালনায়—নারায়ণ ঘোষ, সলিল সেন

চিত্র শিল্পে—অমিয়, রেজা, সুনীল, বুলু লাডিয়া

শব্দানুলেখনে—তরণী রায়

শিল্প নির্দ্দেশ—প্রীতি

স্থির চিত্র গ্রহণে— ষ্টিল ফটো সার্ভিস্

সুর যোজনায়—শৈলেশ রায়

সম্পাদনায়- নীরেন চক্রবর্ত্তী

যন্ত্র সঙ্গীতে—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

একমাত্র পরিবেশক : কল্পনা পিক্‌চার্স্

কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত

কাহিনী

মানুষের 'নিরক্ষরতাই' মানুষের সত্যকার পরিচয় নহে। পুঁথি ও তত্ত্বের বাহিরে এমন একটী স্থান আছে যাহা মহাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকে। এই মহাজ্ঞানের প্রকাশ একমাত্র আন্তরিকতার দ্বারাই সম্ভব। তাই বৈকুণ্ঠ মজুমদার তাহার বহু কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তির ভার নিরক্ষর গোকুলের উপরই অর্পণ করিয়াছিলেন।

যে ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকানটীকে বাড়াইয়া তিনি বিরাট্ সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন তাহারই ভার যখন বিপত্নীক পুত্র গোকুলের হাতে তুলিয়া দিলেন তখন ভবানী আপন পুত্র বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া বিন্দুমাত্র আপত্তি তোলেন নাই।

পাঠাবস্থায় যখন গোকুলের সাধুতার নিদর্শন পাইয়া বৈকুণ্ঠ সানন্দে তাহাকে আপন মুদিখানায় লইয়া গিয়া কাজ শিখাইয়াছিলেন, তখন হইতেই গোকুল পিতার সম্পত্তি সুশৃঙ্খলরূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছে।

গোকুল পিতার মৃত্যুর পর আপন হৃদয়ের মহত্ত্বের দ্বারা বিধবা বিমাতা ও কনিষ্ঠ সতাত ভ্রাতাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিনোদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীগুলি গোকুলের অত্যন্ত গর্ব্বের বস্তু। নিজের নিরক্ষরতাকে সতাত ভ্রাতার পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিয়া গোকুল প্রতিবেশীদিগের কাছে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইত।

সুখদুখের মাঝে তাহাদের দিন একপ্রকার ভালই কাটিতেছিল কিন্তু পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই গোকুলের স্ত্রী মনোরমার স্বরূপ প্রকাশ পাইল।

জামাতা ও কন্যার স্বার্থ রক্ষার্থে মনোরমার পিতা ও ভ্রাতা সংসারের হাল ধরিতে আসিয়া হাজির হইলেন। বিনোদকে ও ভবানীকে দূরে ঠেলিয়া সংসারটীকে নিষ্কণ্টক করাই মনোরমার পিতা নিমাই রায়ের একমাত্র অভিপ্রায় ছিল। মনোরমার ভ্রাতা নন্দদুলালও ভগ্নীপতির স্কন্ধে চাপিয়া পরমানন্দে দিনপাত করিতেছিল।

পাকচক্রে নিমাই রায় যখন গোকুলের মন হইতে তাহার প্রিয় সতাত ভ্রাতা ও বিমাতাকে বহুদূরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল তখন অভিমানী গোকুলের মন কিরূপে সত্যের সন্ধান পাইয়া পুনরায় বিমাতা ও সতাত ভ্রাতাকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল তাহারই অপূর্ব্ব কাহিনী দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

সঙ্গীত

(১)

সুখের দিন যবে চলে যায় ফিরে
(হায়) স্মৃতির বাসরে তবু প্রেম জেগে রহে।
মন দেওয়া মিছে মন কেঁদে কহে॥

ভোরের চাঁদের লাগি কাঁদে মধু নিশা
পিয়ালা টুটিয়া যায়, মেটে নাকো তৃষা
(হায়) ফুলের সুরভি ঝুরে অলির বিরহে॥

হায় ভালবাসা গো একি তোর ভুলরে
কাঁটার পশরা নিয়ে দিলি শুধু ফুলরে
(হায়) প্রদীপ জ্বালায় তবু প্রজাপতি সহে॥

—প্রণব রায়

(২)

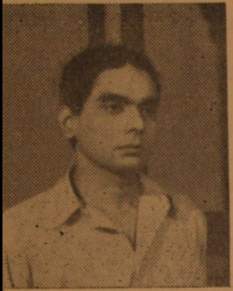

এইতো মাধবী তলে   আমারি লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়
পিয়া বিনে হিয়া কেন   ফাটিয়া না পড়েগো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।

সখিরে সখিহে
বড় দুঃখ রহল মরমে
আমারে ছাড়িয়া পিয়া   মথুরা রহিল গিয়া
এই বিধি লিখল করমে।

আমারে লইয়া সঙ্গে   কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছারই বন্ধু
রস পর পাটীর কারণে।

ামারে লইয়া কোলে   শয়নে স্বপনে দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়
স হেন গুণের পিয়া
কোনখানে কার সনে
কৈ ছনে দিবস গোঙায়।

িবস হৈল,   প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না পাই সম্বাদ
াবিন্দ দাস চলুঁ্য,   শ্যাম সমুঝাইতে
বাড়াল বিরহ বিপদ।

—গোবিন্দ দাস

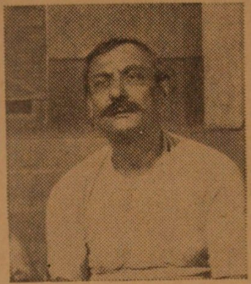

(৩)

মন যাহারে চায় গো
প্রাণ যাহারে চায়,
মন যে তাহার নাগাল নাহি পায়।
সুখের পাখী ফাঁকি দিয়ে
হঠাৎ কখন যায় পালিয়ে,
মায়ার বেড়ী দিয়ে তারে
ও, তুই আশা দিয়ে ঘর সাজালি
তোর সে আশায় ছাই
শূন্য ঘরে গোপাল কাঁদে
যশোমতিই নাই।
সাধের কুসুম পায়ে দ'লে
আপন জনাই গেল চলে
(তোর) ভালবাসা হাত বাড়িয়ে
কেবল ডাকে 'আয়'।

—প্রণব রায়

শ্রী এম জি পিক্‌চার্স্‌-এর
প্রথম অবদান

বৈকুণ্ঠের উইলএর পরিচালক
মানু সেনের পরিচালনায়

কুলহারা

কাহিনী—শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত—কালীপদ সেন

চিত্রশিল্পী—বিভূতি চক্রবর্ত্তী

শিল্প নির্দ্দেশক—সুনীল সরকার

একমাত্র পরিবেশক—**অন্নদাপ্রসাদ বিশ্বনাথ**

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কল্পনা পিকচার্স্‌ ৫৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে
প্রকাশিত ও টাইম্‌স্‌ প্রেস্‌ ৩৩ই, মহিম হালদার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।